মাদল

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

প্রকাশক—শ্রীসুকোমল বসু
৫৩ হ্যারিসন রোড,
কলিকাতা

আশ্বিন—১৩৩৮

দাম আট আনা

প্রিণ্টার—শ্রীশশধর ভট্টাচার্য্য
মানসপয়লা প্রেস
১৯।১ ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত চাঁদমলের 'মাদল' নামক পুস্তকের কতকগুলি কবিতা পড়িয়াছি। কবি একজন তরুণ যুবক—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ইনি রাজপুতনার অন্তর্গত বিকানির জেলার রাজগড় পল্লীর অধিবাসী। ইঁহার পক্ষে বাঙ্গলায় কবিতা লেখার উদ্যম কতকটা সাহসিকতার পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। কিন্তু ইঁহার ভাষা ও ছন্দে এমন একটা স্বাভাবিকত্ব আছে, যাহাতে লোকে ইঁহাকে সহজে বিদেশী বলিয়া ধরিতে পারিবে না। যে কবিতাগুলি পড়িয়াছি, তাহার মধ্যে একটিমাত্র শব্দ বাঙ্গলা অভিধানে নাই এবং উহা বাঙ্গালী পাঠকের অনধিগম্য। তের পৃষ্ঠার শেষ দিকে "মুর্ঝেছে" শব্দের অর্থ 'শুকাইয়া পড়িয়াছে', কিন্তু এটি হিন্দী শব্দ—বাঙ্গলায় ইহার প্রচলন নাই। কিন্তু বিদেশী শব্দের বিরুদ্ধে আমরা কখনই দ্বার বন্ধ করিয়া রাখি নাই, চলিত ভাষা সর্ব্বত্রই বিদেশী উপকরণে পুষ্ট হইয়া থাকে—তবে সেইরূপ উপকরণের আমদানী করিতে হইলে কতকটা নির্ব্বাচনী শক্তি প্রয়োগের দরকার। আমাদের তরুণ কবি এক স্থানে লিখিয়াছেন "রচিনু মরম-গীতি বিদেশী ভাষায়" কিন্তু তাঁহার বাঙ্গলা ভাষার বনিয়াদটি বেশ পাকা, তাহাতে বিদেশীয়ত্ব কিছু পাইতেছি না।

তাঁহার কতকগুলি কবিতায় নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য—ফুল, লতা, নক্ষত্র প্রভৃতির বর্ণণা লইয়া একটু বেশী নাড়াচাড়া করিয়াছেন; তরুণ কবিদের অনেকেই এইরূপ করিয়া থাকেন,—দোষ এই যে এই ধরণের কবিতায় বাক্যপল্লব একটু বেশী হইয়া পড়ে, এবং কবিতার ছাঁচটা একরূপ,—এবং কতকটা একঘেয়ে হয়। কিন্তু এই কবি রবীন্দ্রবাবুর 'কথার' অনুকরণে যে কয়েকটি নাতিদীর্ঘ পল্লী-গল্প কাব্যছন্দে লিখিয়াছেন, তাহা পড়িয়া মনে হয় বর্ণনামূলক কবিতা লিখিয়া ইনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবেন। ইনি আমাকে জানাইয়াছেন, রাজপুতানার পল্লীগাথা যেগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ছাড়াও চারণদিগের কাছে আরও শত শত অপ্রকাশিত পল্লী-গাথা আছে। ইনি সেইগুলি বাঙ্গলায় অনুবাদ করিবেন স্থির

করিয়াছেন। চারণদিগের গাথার মধ্যে যেগুলি ঐতিহাসিক, তাহাই ছাপা হইয়াছে, কিন্তু নানারূপ প্রণয়-ঘটিত ও সামাজিক কাহিনী লইয়া যে সকল উৎকৃষ্ট গাথা রচিত হইয়াছিল—তাহা এখনও কেহ প্রকাশ করেন নাই। ইহাদের পদ্যানুবাদ করিলে তাহা বঙ্গভাষায় একটি স্থায়ী কীর্ত্তি হইবে। আমরা আশান্বিত হৃদয়ে এই ভাণ্ডার প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। এই মহাকার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইলে, তাঁহাকে আর আমরা বাঙ্গলার বাহিরের লোক বলিয়া মনে করিব না, বঙ্গ-বাণীর কুঞ্জে তাঁহার জন্য আমরা একটি বিশিষ্ট পুষ্পাসন পাতিয়া রাখিব।

এই কবিতাগুলি—বিশেষ 'প্রতিশোধ' শীর্ষক কাহিনীটি পড়িয়া আমার ধারণা হইয়াছে, যে কার্য্যে ইনি ব্রতী হইয়াছেন, তাহাতে তিনি সফলতা অর্জ্জন করিবেন। এই ছোট কাব্যটিতে ইনি বাঙ্গালা ছন্দ ও শব্দের উপর যথেষ্ট অধিকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই বিদেশী তরুণ বন্ধুটিকে আমরা বঙ্গসাহিত্যের আসরে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

আর একজন বিদেশী লেখক বঙ্গ সাহিত্যের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন; সেই মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণটি তাঁহার মাথার পাগড়ি খুলিয়া ফেলিয়া বাঙ্গালীর ধূতি চাদর পরিয়া ঠিক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সাজিয়াছিলেন। তাঁহার বাঙ্গালা যেমনই পরিশুদ্ধ, তেমনই স্বাভাবিক হইয়াছিল। বঙ্গ-ভারতী সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়কে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তের পর্য্যায়ে স্থান দিয়াছেন। আশা করি চাঁদমল অচিরে সেই পংক্তিতে স্বকীয় গুণ-লব্ধ আসন গ্রহণ করিবেন।

বেহালা
২৬ শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

আমার কথা

শৈশব হইতেই সাহিত্য আমার প্রিয় বস্তু। কিন্তু আমার মত ভিন্ন-ভাষা-ভাষীর পক্ষে বাঙ্গলার সাহিত্য-কাননে প্রবেশ করা সহজ ছিল না। ভাগ্যক্রমে কয়েকটি সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী পরিবারের সঙ্গ-লাভে বাঙ্গলা ভাষার প্রতি আমি আকৃষ্ট হইলাম এবং এই ভাষায় আমার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিল।

এই সময় হইতেই কবিতা লেখার নেশা আমাকে পাইয়া বসিল অদম্য উৎসাহে কয়েকটা কবিতা লিখিয়া ফেলিলাম।

আজ আমায় কাব্যের কুঁড়ি যতটুকু প্রস্ফুটিত করিতে পারিয়াছি তাহা সর্ব্বতোভাবে আমার অগ্রজপ্রতিম সুকবি শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসুর অপার অনুগ্রহে। তাঁহার উৎসাহ ও স্নেহ ব্যতিরেকে আজ আমার কবিতাগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে সাহসী হইতাম না। এই সূত্রে সুনির্ম্মলবাবুর ভাই সাহিত্যিক শ্রীসুকোমল বসুর নিকটও তাঁহার সাহায্য এবং উৎসাহের জন্য আমি ঋণী। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র মজুমদার ও মাসপয়লার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টচার্য্য মহাশয় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহাদের সকলকেই এই সুযোগে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় রায় বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র

সেন মহাশয় আমার পুস্তকের একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন।

মাদলের দু একটি লেখা 'রামধনু' 'মাসপয়লা' ও 'পাপিয়া'তে প্রকাশিত হইয়াছিল।

মাদল আমার হাতে নিখুঁৎ বাজিবে না তাহা জানি। কিন্তু আমার এ ক্রুটী মার্জ্জনীয়। কারণ আমার সাধনার এই সূত্রপাত।

সর্ব্বতোপরি আমি বিদেশী বাদক। আশা করি সহৃদয় পাঠক-বর্গের উৎসাহে ভবিষ্যতে আমার এ ক্রুটীটুকু সংশোধন করিতে পারিব।

বিনীত

লেখক

* * * *

বিদেশী কিশোর, দূর মরু-চারী,—আপনার মহিমায়
বাজালো মাদল তালে তালে আজি বাংলার আঙিনায়।
শ্যামলী মায়ের সোনার স্বপন চোখেতে জুড়ালো তার—
বিদেশী গলায় বাউলের গানে বাজে তাই বার বার।
দূর মাড়বার মিতালী করিল বাংলার সাথে ...

আপনার 'মাদল' পড়িলাম। আপনি অ-বাঙালী হইয়াও বাঙলা ভাষা এত সুন্দরভাবে আয়ত্ত করিয়া এমন সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি।

আপনার কবিতা পড়িয়া মনে হয়, আপনি বাঙলা ভাষার সাথে বাঙলাকে বুঝিয়াছেন—বাঙালীকে বুঝিয়াছেন। আপনাকে না জানিলে ইহা অ-বাঙালীর লেখা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতাম না।

আপনার কবিতার আবেগ, কবির দৃষ্টি আছে। ছন্দের ক্ষেত্রে আপনার আশা পোষণ করি।

আপনার 'মাদলে' আমাদের মাদলের ধ্বনিই অনুরণন শুনিয়াছি।

আপনার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।—ইতি

কলিকাতা ... নজরুল ইসলাম

ও পাড়ার বুড়ী এপাড়ায় এসে ঝুড়ি ভরে তোলে শাক।
বিদেশীর ছেলে স্বপন দেখেছে—প্রাণ তার ভরপুর—
বিদেশী মাদলে তাই সে বাজায় খাঁটি বাংলার সুর।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

*　　　*　　　*　　　*

বিদেশী কিশোর, দূর মরু-চারী,—আপনার মহিমায়
বাজালো মাদল তালে তালে আজি বাংলার আঙিনায়।
শ্যামলী মায়ের সোনার স্বপন চোখেতে জুড়ালো তার—
বিদেশী গলায় বাউলের গানে বাজে তাই বার বার।
দূর মাড়্বার মিতালী করিল বাংলার সাথে ভাই—
পরদেশী গাহে বাংলার গান, প্রাণ মেতে ওঠে তাই।
বিদেশীর হাতে বাজিছে মাদল—সুরে ভাটিয়াল টান্
আকাশে বাতাসে ধ্বনিল সে সুর,—অপূর্ব্ব অবদান।
বাংলার ছবি ভাসিল নয়নে——বাতাস দিয়েছে দোল্,—
ধান-ক্ষেতে যেন দুলে দুলে সারা—কাশবন উতরোল—
নীল দরিয়ায় তরী ভেসে যায়,—মাঝি গেয়ে যায় গান—
গোধূলী বেলায় রাখাল বাজায় বাঁশের বাঁশরীখান।
আলিপনা দেয় বাংলার মেয়ে,—মল বাজে পায় পায়,—
ঘোমটায় ছাওয়া চটুল চরণে বধূ জল নিতে যায়।
শিউলী ঝরানো গেঁয়োপথে যেন ছুটে আসে ভাই বোন্
আকাশ ছাপিয়া উঠিছে কাঁপিয়া পাপিয়ার আলাপন।
মাঠে গেছে ছেলে—ফিরে এসে খাবে মা ঢেকে রেখেছে জাউ
মাচায় মাচায় লতিয়ে উঠেছে কুমড়ো, ধুঁধুল্, লাউ,
খড় কুটো খুঁজে ফিরিছে চড়াই,—ওড়ে শালিখের ঝাঁক,—
ও পাড়ার বুড়ী এপাড়ায় এসে ঝুড়ি ভরে তোলে শাক।
বিদেশীর ছেলে স্বপন দেখেছে—প্রাণ তার ভরপুর—
বিদেশী মাদলে তাই সে বাজায় খাঁটি বাংলার সুর।

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

উৎসর্গ

আমার প্রথম প্রকাশিত স্বপ্নের বইটি যাঁহার হাতে তুলিয়া দিলে যিনি সব চেয়ে সুখী হইতেন সেই মমতাময়ী মা আজ মর্ত্তধামে নাই। 'মা'র হাতে এইটি তুলিয়া দিব এই ছিল আমার সব চেয়ে বড় সাধ।

হতভাগ্যের সে সাধ মিটিল না তবু আজ সেই 'মা'য়েরই উদ্দেশে বইটি উৎসর্গ করিলাম।

—লেখক

সূচীপত্র

উপহার

অশ্রু-অর্ঘ্য

তরুণ কৈশোরে মাগো তোমারি বিয়োগ
ভরিল তরুণ হিয়া অনাদি ক্রন্দনে ;
বিদ্রোহী হইল মন, আকস্মিক শোক
জীবন প্রভাতে আসি বাঁধিল সে মনে।

উন্মাদ বিদ্রোহী মন ছিঁড়িতে বাঁধন
ছুটিল অনন্ত পথে খুঁজিতে তোমারে ;
অবিরল বারিধারা ভরি' এ নয়ন
আসিল নিভাতে সেই হৃদয় জ্বালারে।

মধ্যাহ্নে মরুর মাঝে ছুটাছুটি করি—
পরিশ্রান্ত হ'ল যবে এ কিশোর দেহ,
প্রখর রৌদ্রেতে যবে পিপাসায় মরি,
একবিন্দু বারিদান করিল না কেহ।

ছুটিল নির্ব্বোধ মন, তবু থামিল না
তোমারে হেরিতে মাগো সুদুর্গম পথে ;
বিধাতার লীলা খেলা তবু বুঝিল না,
ফিরিল না অবিলম্বে সেই পথ হ'তে।

দাবানল শিখা সম শোকানল আসি'
করি দিল ছারখার ভগ্ন এই হিয়া ;
নৈরাশ্যের বিষমাখা বিদ্রূপের হাসি
পশিল শ্রবণে মাগো মরম ভেদিয়া।

তথাপি এ মূঢ়-মন জানিল না ভয়,
বিবেক বুঝাল কত বুঝিল না তবু ;
বুঝিলনা একবার যারে কাড়ি লয়,
ফিরায়ে দেয় না বিধি আর তারে কভু।

সহসা ভাঙ্গিল ভুল স্থির হল মন
তোমা লাগি, স্নেহময়ী,—ছুটিল না বনে
হৃদয় মন্দির মাঝে করিল স্থাপন
জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি তব মানস আসনে।

হৃদয়ের ব্যথা যত গাঁথি এক সাথে
রচিয়াছি তাই আজ এই শোক-গাথা,
তারুণ্যের তপ্ত হিয়া আজিকে জুড়াতে
তোমারি চরণে মাগো রাখিতে এ মাথা ;-

রচিনু মরমগীতি বিদেশী ভাষায়
ঝরাতে মা শেষবার মরম যাতনা,
এ গীতি অঞ্জলি মাগো তব রাঙ্গা পায়
হাসি মুখে দিনু আজি, পুরিল বাসনা।



তোরা দেখবি যদি আয়

তোরা দেখবি যদি আয়
(ওই)   মত্ত মাদল
বাজিয়ে পাগল
সাঁওতাল দল যায়,
তোরা দেখবি যদি আয়।

(ওই) বনদেবীর স্নিগ্ধ বুকে ফুটল কত ফুল,
(ওই) ফুল গুঁজে সব কানের পাশে নাচেতে মশ্‌গুল
(ওই)   মুখে হাসি
বাজিয়ে বাঁশী
বন্য-বালক যায়,
তোরা দেখবি যদি আয়।

মাদল

(ওই) ঝুমুর-নাচে মত্ত সবাই সাঁওতালিনী বালা
(ওই) সরল কালো মুখে তাদের স্নিগ্ধ হাসি ঢালা
(ওই) নাচের দোলা
ছন্দে ভোলা,
নুপুর বেজে যায়,
তোরা দেখবি যদি আয়।



অবেলায়

আজি কেন অবেলায়
মাতিলে ফুল খেলায়,
ভুলেছ কেন প্রিয়ায়
বরষা প্রাতে !

ময়ূরী বসিয়া বনে
খেলিছে শিশির সনে,
নাচিয়া আপন মনে
ময়ূর সাথে

তাব বুঝি ফুলসাথে
অরুণ-তিলক মাথে
আজি এ বরষা প্রাতে
আসি' নটবর !

জমিয়ে দিনের মেলা
তব সাথে করি' খেলা
—ভাসাবে গানের ভেলা
ওসে মনোহর।

স্বপনে দিল কি দেখা
নয়নে কি ছিল লেখা,
গোপনে আসিবে একা
মালা পরাতে !

তারি তরে বসি আজি
সাজায়ে ফুলের সাজি,
খেল কি আশার বাজী
বেদন সাথে।

প্রতিশোধ

একদা রাত্রে য়ুসুফের দ্বারে আসিয়া আগন্তুক
কহিল দুঃখে বিষণ্ণ মুখে নত করি নিজ মুখ !

"রাজার পেয়াদা হুম্‌কি হানিছে যেথায় পালিয়ে যাই
দীন-দুনিয়ায় নাহিক যে মোর মাথা পাতিবার ঠাঁই।

সমাজ-তাড়িত সামজে পতিত অভাগা মানব আমি
আশ্রয় আশে আসিয়াছি হেথা ওহে শেখেদের স্বামী।"

কহিল য়ুসুফ্‌ "স্বাগত বন্ধু ! এ গৃহও তো মোর নয়
এ-গৃহ খোদার, আমি দাস তাঁর সেবিতে তাঁর তনয়।

মম সম তব আছে অধিকার এ গৃহের সব ধনে
কর ব্যবহার সকলি তোমার আপন ভাবিয়া মনে।"

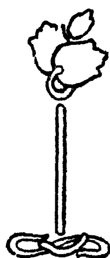
য়ুসুফ সে রাতে অতিথিরে নিজে সেবিল ঢালিয়া প্রাণ,
অতি প্রত্যূষে জাগায়ে তাহারে করিয়া স্বর্ণ দান—
কহিল—"অশ্ব আছে প্রস্তুত তব পলায়ন লাগি'
সূর্য্য উদয় হবার পূর্ব্বে যাও হে এদেশ ত্যাগি'।"

ইব্রাহীম সে মুগ্ধ আজিকে য়ুসুফের অনুরাগে
অনুতাপে তার জ্বলিছে পরাণ বড় বিস্ময় লাগে!
আগন্তুক সে বিচলিত ভাবে য়ুসুফে ডাকিয়া কয়
"যারে তুমি এত করিলে করুণা—জান তার পরিচয়?
আতিথেয়তার ধর্ম্ম দেখালে যাহারে অপরিসীম
তব পুত্রের হরেছে যে প্রাণ আমি সে ইব্রাহীম!"

শুনিয়া য়ুসুফ ক্ষণেকের তরে শুধু নির্ব্বাক রহি'
কারুণ্যমাখা গম্ভীর স্বরে হঠাৎ উঠিল কহি—
"তবুও তোমারে ক্ষমিনু, পালাও এখুনি লইয়া প্রাণ"—
এই বলি তারে দ্বিগুণ স্বর্ণ করিল য়ুসুফ দান।
পলাতক যবে হ'য়ে গেল ক্রমে চোখের অন্তরাল
অতীতের কথা স্মরিল য়ুসুফ বসিয়া সে ক্ষণকাল;

তারপর তার পুত্রের ছোট কবরের পাশে এসে
অশ্রুগলিত কণ্ঠে কহিল পুত্রেরি উদ্দেশে—
"হে মোর দুলাল আর নাহি ভয় বিশ্রাম কর সুখে—
দিয়াছি শাস্তি তারে যে ছুরিকা হেনেছিল তোর বুকে-

কল্পনাতীত শাস্তি দিয়েছি নিষ্ঠুর নির্ম্মম
ক্ষমেছি তাহারে,—নিঠুর শাস্তি নাহিক ইহার সম !
সব ক্ষোভ আজ মুছে গেছে মোর হৃদয়ের পট হ'তে
সব জঞ্জাল ঘুচে গেছে আজ পুণ্য-তোয়ার স্রোতে !"



পথচারী

পথচারী ও পথচারী ভাই
ভাব্‌ছ কি আজ আনমনে
বিদায়-গীতি গাইবে কি আজ
ডাকলে কোকিল ঐ বনে ?

কোন কুহকে প'ড়লে আজি
কোন সে মায়ার বন্ধনে
মুক্ত-হৃদয় বন্দী হ'ল
কোন্ সে বালার ক্রন্দনে ।

মাদল

মৌমাছিদের ছন্দ-ভোলা
গুন্‌-গুনিয়ে গানখানি
আন্‌লরে তোর মনের ভিতর
সুদূর দেশের কোন বাণী!

কোন সে বীণার ঝঙ্কারে আজ
হৃদ্‌কমলের ঐ পটে
আঁকল আজি কোন সে স্মৃতি
নীল দরিয়ার ঐ তটে !

কোন মাদলের করুণ সুরে
দুলিয়ে দিল দিল্‌টী তোর—
কোন সে কেয়ার গন্ধে মাতি,
পাগল-পারা মন-চকোর—

চায়রে যেতে ঐ সে পথে
গন্ধ-স্রোতে গা' ঢেলে
বিদায় গীতি গাইতে কি তাই
চাস্‌রে আজি সব ফেলে ?

বুলবুলি

বুলবুলি লো বুলবুলি,
কোন সে নিঠুর কর-পরশে
কণ্ঠ-বীণার তারগুলি
ছিঁড়ল আজি শীতের সাঁঝে
ঝাম্‌সিয়ে ফুল বিল্‌কুলি।

ফুল-বাগিচায় ফুলের শাখে
দেখলো বসে ফুলরাণী,—
তোর বেদনায় ভাগ বসাতে
ডাকছে দিয়ে হাত ছানি ;
তোর দুখেতেই দুলছে না লো
তার সে এলো চুলগুলি

বুলবুলি লো বুলবুলি,
তোরই দুখে মূর্ঝে ছে আজ
ফুল বাগিচার ফুলগুলি।

মাদল

দেখলো চেয়ে ঐ সে পথে
যায় রূপসী বনবালা,
তার সে কোমল রঙ্গীন হাতে
ঝরা ফুলের ঐ মালা ;
মরম জ্বালা জানাচ্ছেলো
বিন্ কারণে দোল্ দুলি।

বুলবুলি লো বুলবুলি,
তোরই হিয়ার বেদন জেনে
যায় সে বালা পথ ভুলি।

কণ্ঠবীণা আজকে আবার
নূতন করে বাঁধনা লো,
বিরহ-আঁধার ঘুচিয়ে দিয়ে
শূন্য হিয়ায় জ্বাল আলো
ওরে তোরই মধুর গানের লাগি
উঠ্‌ছে হেনা চঞ্চলি

বুলবুলি লো বুলবুলি—
তোর তরে আজ দাঁড়িয়ে আছি
রঙ্‌মহলার দ্বার খুলি'।

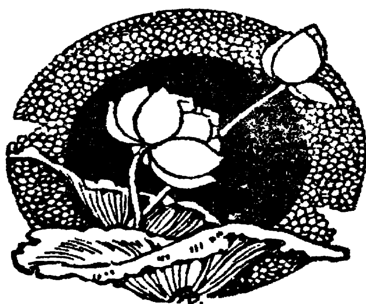
ফুল-বাণ

ফুল বাগিচার একটি কোণে
ফুট্‌ল গোলাপ রংবাহার,
সৌরভে তার মত্ত পথিক
যায় যে ভুলে পথ্‌ তাহার

লাল গোলাপের পাপ্‌ড়ী গুলি
ডাকছে যেন হাত নেড়ে
বলছে যেন—আয়রে পথিক
যাস্‌না মোরে আজ ছেড়ে

বিদ্রোহী পা চলতে না চায়
ক্লান্ত দেহ যায় ঢলে
থম্‌কে দাঁড়ায় পাগ্‌লা পথিক
রঙিন ফুলের এই ছলে।

ফুলের নেশায় ডুবিয়েছে আজ
মত্ত পথিক মনটিকে,—
চল্‌ল ছুটে ফুলের পানে
ধ'রতে রঙিন ফুলটীকে।



অন্ধ-সাধক

বন পথে যায় অন্ধ-সাধক
আপনার মনে গাহি'
ছুটি হাতে তার বাজে করতাল
শূন্যের পানে চাহি।

কত কাঁটা তার ফুটিতেছে পায়—
ক্ষত হ'তে বহে রক্ত,
ভ্রূক্ষেপ তাতে নাহিক' যে তায়
কোন্ পাপে অনুতপ্ত

ভক্ত প্রবীণ কার খোঁজে আজ
হইয়াছে অনুরক্ত ?
বুকে ভরা তার কোন্ সে বেদনা
এ বুঝা বড়ই শক্ত।

হেন কালে কালা বালকের বেশে
শুধালো তাহারে আসি'—
"কোন্ দুখে আজি ওগো সুরদাস
হইয়াছ বনবাসী ?

এ হেন ভীষণ বিজন কাননে
ফিরিতেছ কার লাগি ?
বন্ধু বলিয়া ডাকিতেছ কারে
করুণা ভিক্ষা মাগি ?

কোন্ সে নিঠুর বন্ধু রে তোর
এ হেন কাননে আসি—'
ডাকিল তোমারে মৃত্যুর সনে
বাজায়ে মধুর বাঁশী ?"

বালকের বাণী শুনি' সুরদাস
সহসা শিহরি' উঠি'
শুধালো তাহারে—"কোন্ সে কারণে
কর হেথা ছুটাছুটি।

এ ভীষণ বনে কিবা কাজ তোর
কোন্ দেশে তোর বাস ?
ভাগ্যের দোষে ভুলেছ কি পথ
হেরিতে সর্ব্বনাশ ?”

কহিল বালক—“ব্রজবাসী আমি
গোপাল আমার নাম,
গাভীদল লয়ে গোঠে, প্রান্তরে
ঘুরি ফিরি অবিরাম।

পালায়েছে আজ পাল হ’তে মোর
সাদা কালো গরু দুটি,
তাদের খুঁজিতে আসিয়াছি আজ
এ হেন কাননে ছুটি’।

তোমারি গানের গুন্ গুন্ ধ্বনি
পশিয়া শ্রবণে মোর
তরুণ হৃদয়ে আনিল সহসা
বিস্ময় অতি ঘোর !

তাই ছুটে এনু তব পাশে হেথা
শুধাতে তোমার নাম।
কার ফেরে পড়ি প্রবেশিলে বনে
কোন্ দেশে তব ধাম?"

ব্রজবাসী নাম শুনিয়া সাধক
হরষে উলসি উঠি'
ব্যস্ত হইয়া কহিল তাহারে
ধরি' তার বাহু দুটি—

"তোমা সাথে আজ যাব রে গোপাল
সাধের সে ব্রজ-ধামে,
হৃদয়-রতন আছে যেথা মোর
মুক্তি যাহার নামে।

চির-ঋণী তোর রহিব রে আমি
নিয়ে যদি যাস্ সাথে,
অভাগার আজি ফিরেছে ভাগ্য
শুভ্র শারদ-প্রাতে।"

বাহু দুটি তার ধরিয়া অন্ধ
ভাবিছে আপন মনে—
জুড়ালো যেন এ তাপিত হৃদয়
অমৃত সিঞ্চনে !

হৃদয়ের জ্বালা চ'খের নিমিষে
গিয়াছে কোথায় চলি',
বালকের বেশে ব্রজসুন্দর
অন্তর দিল ছলি' ?

ভক্তের দুখে দুঃখী হয়ে কি
ভক্তেরই ভগবান
আসিয়াছে ছুটে করিতে আজিকে
দুঃখের অবসান ?

এ হেন ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে
সহসা ফুকারি উঠি'—
কহিল অন্ধ "ছাড়িবনা আর
তোমার এ বাহু দুটি ।

অনেক কষ্টে পাইয়াছি তারে
যার তরে হেথা আসি—
মরণের সাথে করিতেছি খেলা
হইয়ে এ বন-বাসী”

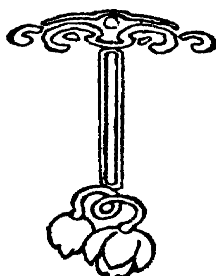
বেদনার ভান করিয়া বালক
কহিল অন্ধে ডাকি’—
“সত্যই—যাহা কহিনু তোমারে
কিছু নাহি দিনু ফাঁকি !

দেহ ছাড়ি মোরে—যাই ঘরে ফিরে
আপনার গাভী লয়ে
আপনার মনে ভজ হরিনাম
ভাবে তন্ময় হ’য়ে।”

এই বলিয়াই সহসা বালক
ছাড়াইল বাহু দুটি
তাহারি বেগেতে অন্ধ সাধক
ভূমিতে পড়িল লুটি’,

ভূতলে পড়িয়া অন্ধ-সাধক
কালারে ডাকিয়া কয়-
"বলবান বলি ছাড়াইলে হাত
নাহি এতে বিস্ময় !

কিন্তু মাধব প্রকৃত সে বীর
বলিব তোমায়, যবে
তাপিত এ হিয়া শূণ্য করিয়া
পালায়ে সুদূরে রবে



মুসাফির

এবার চল্‌রে মুসাফির,—
মোছ্‌ আঁখিজল,
চল্‌ ফিরে চল্‌
(পথের) নাইকো যে আখির।
এবার চল্‌রে মুসাফির
কোন্‌ মায়াতে ভুলিয়েছ মন,—
খুঁজ্‌ছ আজি কোন্‌ হারাধন?
ভাবছ কি আজ প্রলয় নাচন
নাচবে সে ফকির?
এবার চল্‌রে মুসাফির।
এ মরুর মাঝে
আজ কে সাঁঝে
হানলো মায়া তীর।
*এবার চল্‌রে মুসাফির।

কোন্ কুমারীর এলোচুলের
পরশ আজি মস্ত ভুলের
করল সৃজন হৃদয় মূলে,—
(তাই) হয়েছিস্ অধীর।
এবার চল্‌রে মুসাফির।
(ওরে) বাজছেরে তোর
মনের ভিতর
মন্ত্র মায়াবীর।
এবার চল্‌রে মুসাফির।
কোন্ রূপসী ঘোমটা চিরি'
আড়-নয়নে চাইল ফিরি'
আনলো মনে বে-ফিকিরি
(ওই) শুভ্র হিমাদ্রির।
এবার চল্‌রে মুসাফির।
(ওরে) ভাঙ্‌রে পাগল
মায়ার আগল,
(পথের) নাইক যে আখির
এবার চল্‌রে মুসাফির।

দুটি ফুল

মোটে গোটা দুই
ফুটেছিল জুঁই
তাও নিলি তুই
তুলিয়া,

সাধের সে ফুল,
গাঁথিতাম দুল,
কেমনে যাই তা
ভুলিয়া।

ছোটগাছ খানি
করে কানাকানি
আপনা আপনি
ঢলিয়া,

চাঁদের আলোতে
চায় সে ভোলাতে
হাওয়ার দোলাতে
দুলিয়া ;

ভেবেছিনু তারে
রাখিব সাদরে
বুকের মাঝারে
তুলিয়া,

সাধের সে ফুল
গাঁথিতাম দুল
কেমনে যাই তা'
ভুলিয়া।

তারা ছিল ফুটি',
যেন তারা-দুটি
চুমিতে এ মাটি
আসিয়া,

বসিয়া ডালেতে
হরষেতে মেতে
চাহে নাহি যেতে
ফিরিয়া ;

মনের হরষে
মলয় পরশে
হাসিত সদা যে
দুলিয়া,

সাধের সে ফুল,
গাঁথিতাম দুল,
কেমনে যাই তা'
ভুলিয়া।



পুরাতন স্মৃতি

বহুদিন পরে পুরাতন ঘরে আজিকে এসেছি ফিরে
বহু সযতনে রাখিতাম যেথা সাধের খেলনাটিরে।
ঐ সে তটিনী যার তটে বসি চপলা গাহিত গান
সঙ্গীতে তায় মাতিত কোয়েলা, পাপিয়া ধরিত তান

ঐ তটিনীর বালুকা চড়ায় বসিয়া চাঁদিনী রাতে
হেরিতাম শুধু তার হাসি মুখ চাঁদের সে জ্যোছনাতে!
দিবসের শেষে দিনমণি যবে ফিরিত আপন দেশে,
পাখীরা যখন করে কলরব আপন কুলায় এসে;
তুলসী তলায় ঠিক সে সময় চপলা দাঁড়াতো আসি
জ্বালায়ে প্রদীপ করিত প্রণাম খেলায়ে মুখেতে হাসি।
দীপালোকে সেই রাঙ্গা লালিমায় ছাইত বদন খানি
চাতকের ন্যায় চকিত চিত্তে হেরি' সে মুরতি আমি—

ভাবিতাম মনে কোন্ সে বিজনে আপনার মনে বসি'
গড়িল বিধাতা এ মুরতি খানি লাজাতে কোন্ সে শশী।
ক্ষণেকের তরে ভুলাতো রে মোরে ভবের সকল খেলা,
প্রেয়সীর সেই অধর লালিমা নিত্য সাঁঝেরি বেলা।

রাজ-দরবারে কাজ করি' শেষে ফিরিতাম যাবে গেহে
হেরিতাম প্রিয়া দাঁড়ায়ে দুয়ারে মোরি আশা-পথ চেয়ে
দূর হ'তে মোরে নিরখি' চপলা আসিয়া বাগানে ছুটি'
মনের হরষে বক্ষে ধরিত আমায় এ বাহু দুটি ;
ভাবিতাম বুঝি আজিকে বিধাতা কৃপণতা গিয়া ভুলি
শুধু মোরি তরে সুখের খাজনা দিয়াছেন আজ খুলি' ;
কিন্তু রে হায় সেই খাজনায় সহসা পড়িল চাবি
বিদ্রূপ হাসি হাসিয়া বিধাতা নিল ছিনে সব দাবী।
ওলাওঠা আসি গ্রাসিল এ গ্রাম ভীত হ'ল গ্রামবাসী
কত বাঁধা ঘর করিল উজাড় কলেরা সর্ব্বনাশী !
মোরও আঙিনায় প্রলয়ের ঝড় সহসা পশিল আসি'
ছাড়িয়া আমারে পালালো চপলা মরণের কোলে ভাসি ;
বিধাতার সেই ক্রুর হাসি মোর মরমে বেদনা হানি'
চ'খের নিমেষে শুখায়ে দিল রে সাজানো বাগানখানি

ব্যথিত হিয়ায় বেদনা জুড়াতে আপনার মনে ভেসে
চলিলাম ছাড়ি' নিজ ঘর বাড়ী ভ্রমিতে অচিন্ দেশে।
হেরিলাম কত মনোহর ধাম কত মনোরম দৃশ্য
না জানি কেমনে কেটে গেল শীত দেখা দিল আসি গ্রীষ্ম
পালা ক্রমে ছয় ঋতুর উদয় হয়েছে যে কতবার
ভুলি নাই তবু অতীতের স্মৃতি বিধির সে অবিচার !
বহুকাল পরে বহু দেশ ঘুরে এসেছি সহসা আজি
আমারি সাধের পুরাতন ধামে ফকিরের সাজে সাজি।
ভগ্ন প্রাচীরে বসিয়া পেচক বাজায়ে সে কাল-ভেরী
কহিতেছে যেন—ফিরে যা পথিক্ ! রজনীর নাহি দেরী
তুলসী মঞ্চে নাহি আজ আর তুলসীর কোন লেশ,
আগাছায় আসি' করিয়াছে আজ সন্ধ্যার পূজা শেষ ;
রিক্ত হৃদয়ে বাজিছে এখনও অতীতের সেই গীতি
ব্যথিত হিয়ায় করে কষাঘাত আজি পুরাতন স্মৃতি !



নূতন পথিক

কোন পুরাতন স্মৃতির পাশে
বেঁধেছিস্‌রে মনটা তোর,—
যায় যে বেলা সন্ধ্যা আসে
ভাঙরে এবার স্বপ্নঘোর।

বিশ্বমাঝে নিতুই নূতন
উঠ্‌বে জেগে মনের সাধ
পাগলা মনের বাণের স্রোতে
যাবে ভেঙ্গে সকল বাঁধ।

সামলাতে আর পারবি নাক'
পাগলা মনের বন্যা তোড়,
নবযুগের নূতন-পথিক
নূতন ক'রেই মনটা জোড়়।

আবাহনী

আজি অবেলায়
কেন সে জাগায়
শূন্য হিয়ায়
অতীত গীতি ;-

কেন ছলনা
কর ললনা
হেনে' বেদনা
কর অনীতি

শাখে ফুলদল
হ'য়ে চঞ্চল
করে ছল ছল
ঝরিয়ে শিশির',—

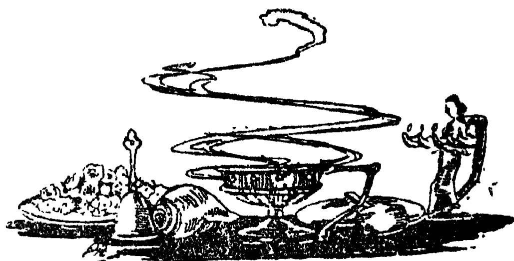
আজি আঁখিজল
বহে অবিরল,
হ'য়েছে উতল
মন অতিথির

ঐসে দোদুল
শাখে বুল্ বুল্
বসে করে ভুল
আপন গানে

পড়িয়া ফাঁদে
চকোরি কাঁদে
না হেরি চাঁদে
গগন পানে

থামারে পাগল
মত্ত মাদল
গরজে বাদল
গগন মাঝে,

মোছ আঁখি লে
হয়েছে যে ভো
চল্ উঠে তোর
আপন কাজে



অস্পৃশ্য

মন্দির পরে বসিয়া পূজারী করিছে মায়ের পূজা,
গায়ে নামাবলি ডাকে 'মা' 'মা' বলি ঊর্দ্ধে তুলিয়া ভুজা।

হেন কালে এক শূদ্র আসিয়া দাঁড়ালো মায়ের দ্বারে
নাহি অধিকার যাইবার তার দুয়ারের ঐ পারে,

ভাগ্যের দোষে শূদ্রের ঘরে লভেছে জনম তাই
মায়ের চরণে নাহি আজ তার মাথা পাতিবার ঠাঁই ;

হাতে মোড়া তার কদলি পত্রে ছিল দুটি জবা ফুল
মায়ের চরণে ফুল দুটি দিবে তাই সে এত ব্যাকুল।

ক্ষণেকের পর পূজারী ঠাকুর দাঁড়ালো দুয়ারে আসি'
শূদ্রেরে হেরি' বিদ্রূপ স্বরে কহিল ঈষৎ হাসি,—

মায়ের এ পূত আঙ্গিনা মাড়াতে নাহি হ'ল তোর লাজ
দেবীর দুয়ারে পূণ্য আগারে শূদ্রের কিবা কাজ ?—"

পূজারীর বাণী দিল শেল হানি' শূদ্রের ছোট বুকে
স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায় শূদ্র ভাষা নাহি ফুটে মুখে,

জবাফুল দুটি হাত হ'তে তার খসিয়া পড়িল ভূমে,
ধন্য হইল ধরণীর বুক শূদ্রের ফুল চুমে।

পুষ্প হেরিয়া পূজারীর চোখে ক্রোধানল এল ছুটি',
রক্তের রংএ রঞ্জিত হ'ল পূজারীর আঁখি দুটি'

নীরব ক্ষণেক রহিয়া সহসা পূজারী গরজি' উঠি
শুধালো তাহারে—"মায়ের চরণে দিতে চাস ফুল

হেন আশা তোর ক্ষুদ্র হৃদয়ে উদিল কেমন করে' ?
ভুলেছিস বুঝি জন্ম যে তোর অপবিত্রের ঘরে।"

নির্ব্বাক হ'য়ে রহিল শূদ্র শুনি পূজারীর বাণী,
সজল নেত্রে হেরিতে লাগিল মায়ের মূরতি খানি।

এ দুনিয়ার   কেহ ওরে তার
নাহি কিরে আর
হবে আপন,

দুখ্-পিয়ালা   ভরিয়ে জ্বালা
ছিঁড়লো কি তার
সব বাঁধন।

করুণ সুরে তাই কি সে গায়
ভগ্ন হিয়ার বেদনা জানায়
কানন-মাঝে ঘুরে ফিরে চায়
খুঁজতে আজি
কোন্ হারা ধন।



বিশ্রাম

সৈনিক হেথা কর বিশ্রাম
যুদ্ধ হয়েছে শেষ।
মুছে ফেল ক্রুর আহবের স্মৃতি
হৃদয়ের যত ক্লেশ।

শ্রবনেতে তোর পশিবেনা হেথা
আহবের কোন রব
যোদ্ধাগণের খঞ্জর ধ্বনি,
আহতের কলরব।

কামানের গোলা কাঁপায়ে মেদিনী
আসিবেনা কভু হেথা,
রক্তের স্রোত নাহি দিবে হানি
হৃদয় মরণ-ব্যথা।

মাদল

প্রলয় ঝটিকা বহিবেনা হেথা
কিম্বা মৃতেরে হেরি,
শকুনির দল আসিবেনা ছুটি,
বাজায়ে সে কালভেরী

বারুদের ধূমে হবেনা আঁধার,
কিম্বা অগ্নি-শিখা
এ ভাঙ্গা-হৃদয়ে আঁকিবেনা হেথা
মৃত্যুর বিভীষিকা !

সে রণ-দামামা বাজিবেনা আর
কিম্বা তূর্য্যনাদে,
সৈনিকগণ আসিবেনা হেথা
মাতিয়া যুদ্ধ সাধে ।

কিন্তু প্রভাতে মাল-ভূমি হ'তে
চাতক বাজাবে তূর্য্য ;
চক্রবাকের বাজিবে দামামা
হইলে উদয় সূর্য্য ।

মাদল

এ মায়া কুটীরে শান্তির নীড়ে
বাজায়ে মধুর বাঁশী,
নট, নটী সাথে করিবে নৃত্য
নিত্য সাঁঝেতে আসি'

রাত্রি প্রভাতে দিনমণি যবে
গগন ভেদিয়া আসি'
প্রকৃতির ম্লানমুখ-মণ্ডলে
ঢালিয়া দিবেরে হাসি—

বনচারী দল মত্ত-মাদল
বাজায়ে মনের সুখে;
মশগুল্ হয়ে করিবে নৃত্য
বনের স্নিগ্ধ বুকে।

সৈনিক হেথা কর বিশ্রাম
যুদ্ধ হয়েছে শেষ,
মুছে ফেল ক্রূর আহবের স্মৃতি
হৃদয়ের সব ক্লেশ।

অমিয়

অমিয় তোমার গন্ধেতে মেতে
ভ্রমরের মত ছুটেছি,
না জানি কেমনে চ'খেরি মিলনে
প্রাণ মন তোমা সঁপেছি।

অতি অপরূপ তোমার স্বরূপ
তুলনা যাহার নাই,
পথে কি বিপথে থেকে তব সাথে
যেন গো শান্তি পাই।

সাগর মন্থন করে দেবগণ
তোমায় পাবার তরে
ভাবি শুধু আমি আসিবে আপনি
তুমিগো আমার ঘরে।

পাহাড়ীর বাচ্চা

পাহাড়ীদের বাচ্চারে ভাই
দেখতে বড়ই কালো,
দেহটা তার লোহার গড়া
মনটা বড়ই ভালো।

সকাল বেলা যায়সে বনে
বাজিয়ে বাঁশের বাঁশী,
দুঃখ কি তা জানে না ভাই
গাল ভরা তার হাসি।

আদল

সারা দিন সে বনে বনে
বেড়ায় শিকার করে’
সাঁঝের বেলায় হাসি মুখে
ফেরে পাতার ঘরে।

পাহাড়ীদের পাতার কুটীর
আনন্দেরই সেরা
ভদ্রলোকের অট্টালিকা
দুঃখ দিয়ে ঘেরা।



হুঁসিয়ারী

পিছন ফিরে তাকাস না আর
সুমুখ পানে চল ধেয়ে
ভীষণ তুফান উঠ্‌বে এবার
চল এগিয়ে পথবেয়ে।

তোলপাড় সব হবে এবার
এই তুফানের ধাক্কাতে
মাথার উপর প'ড়লে এসে
পারবিনা আর আটকাতে

কলহ ক'রে কাটাসনা দিন
ভীষণ বেগে যায় সময়
চোখ মেলে সব দেখরে ছুটে
আসছে এবার ঐ প্রলয়।

মাদল

দুর্গম পথ লঙ্ঘিতে হবে
বাজিয়ে মাদল মত্ততার
নির্ম্মম ভাবে কর সংহার
রিক্ত হিয়ার স্তব্ধতার।

অতীতের সেই বিলাস বাসনা
ক'রেছে যে আজ সব বেকার
হাসিমুখে ঘোর কষ্ট সহিতে
অকাতরে সব শেখ এবার।

বেহাগ, বাউল ভোলরে এবার
নাহি কোন লাভ দ্বন্দ্বেতে
এক সাথে সব মাতরে এবার
প্রাণমাতান ছন্দেতে।

সাম্‌লে নেবার সময় আছে
থাকতে সময় সাম্‌লে নে
উঠ্‌লে তুফান ভয় পাবিনা
আসেও যদি কাল নেমে।

উল্লাস

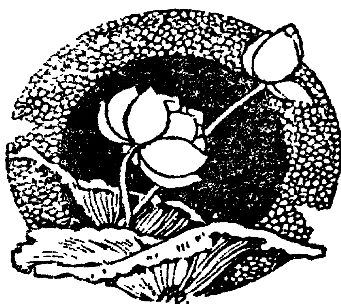
দেখনা গাছে ফুট্‌ল বকুল,
চলনা সবাই কুড়িয়ে ও ফুল
গাঁথবো মালা, গাঁথবো রে দুল
পরব হরষে।

সাজবো সবাই ফুলের সাজে,
নাচবো আজ এই বনের মাঝে,
নিদাঘের এই স্নিগ্ধ-সাঁঝে
মলয় পরশে

মাদল

গাইবো সবাই পাহাড়ী-গান
গান গেয়ে আজ ভ'রবো রে প্রাণ,
আনন্দের আজ উড়বে নিশান
মোদের কাননে

ভুলে আজি দুঃখ সবাই,
সুখ সাগরে ভাসবোরে ভাই,
আনন্দে আয় মাদল বাজাই
পাহাড়ী বনে।



মালির মেয়ে

চৌধুরীদের ফুলবাগানের ঝণ্টু মালীর মেয়ে
যাচ্ছেরে দেখ ঐ সে পথে আপন মনে গেয়ে।
তার সে ছোট রাঙা হাতে দুলছে ফুলের সাজি,—
শুধিয়ে তারে জানতে পেনু নামটী যে তার 'রাজি'
ফুলবাগানে শিউলি-তলায় কুড়িয়ে এনে ফুল,
নিত্য গাঁথে আপন মনে দোলন্‌-চাঁপার দুল্‌।
বেলফুলেতে আঁচল ভ'রে কদমতলায় এসে
মালা গাঁথে ঘাড় দুলিয়ে বারেক মৃদু হেসে।
শুভ্র মালা ঝুলিয়ে গলে দুলিয়ে কানে দুল,
ভোরের হাওয়ায় দৌড়ে বেড়ায় উড়িয়ে এলো চুল
ফুলের সাজে ফুলের রাণী পরীর মত মানায়,
তার সে রূপের ছটা দেখে থমকে পথিক দাঁড়ায়।
চায়নাকো সে হীরা—মানিক, চায়না জরির সাড়ী,
পাতার ঘরই ভালবাসে চায়না পাকা বাড়ী।
ফুলের মত কোমল তনু স্নিগ্ধ অভিরাম,
ফুলের সাথেই করতে খেলা চায় সে অবিরাম।

জাগরণী

এবার ভাঙ্‌রে ঘুম-ঘোর
ঐ ঘুমের দেশে
থাকবি শেষে
ঝরিয়ে আঁখি লোর।
এবার ভাঙ্‌রে ঘুম ঘোর

ফুলবাণ ঐ আঁখির তূণে
রাখছে সে আজ গুণে গুণে,
হান্‌বে বলে' আজ ফাগুনে
উতল হিয়া তোর

এবার ভাঙ্‌রে ঘুম ঘোর
ঐ ফুলের বাণে
উতল প্রাণে
বাঁধবে ফুল ডোর,
এবার ভাঙ্‌রে ঘুম ঘোর।

ঐ   বাণের ঘায়ে' আপন-হারা
মত্ত মনে হয় রে যারা
জীবন তাদের কেঁদে সারা
হয়না রাতি ভোর।
এবার ভাঙ্‌রে ঘুম ঘোর

ঐ   ঘুমের দেশে
থাকবি শেষে
ঝরিয়ে আঁখি-লোর ;
এবার ভাঙ্‌রে ঘুম ঘোর !

